দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 5 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ৩ ...

মুন্সীগঞ্জের বজ্রযোগিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে তালা ঝুলানো নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ বজ্রযোগিনী জেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে তালা ঝুলানো হয়েছে কার স্বার্থে? ১৪শ' ছাত্রছাত্রীর আদর্শ এই বিদ্যাপীঠটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে, স্বার্থ হাসিল করতে একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে। ম্যানেজিং কমিটির একাংশের গোয়ার্তুমি ও স্বার্থ হাসিলের নেশায় পড়ে নিয়মনীতি সব পদদলিত এখানে। ম্যানেজিং কমিটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে মহলটির স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৎ ও দক্ষ প্রধান শিক্ষককে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টায় বিভোর হয়ে পড়েছে মহলটি। সেই সঙ্গে বহিরাগত কিছু অসৎ ব্যক্তি মিলিত হয়ে আইনকে উপেক্ষা করে পেশীশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের অভিভাবক ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। প্রধান শিক্ষকের কোনরকম অনিয়ম না পেয়ে-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত অসদাচরণ, শিক্ষাদানে অমনযোগিতাসহ প্রভৃতি তুচ্ছ অভিযোগ তোলে, সেই জন্য প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন ভূঞাকে দায়ী করেছে। এই তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে একজন প্রধান শিক্ষককে সরিয়ে দেয়ার এই অপচেষ্টায় এখানে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে। সুশিল সমাজ এই অপচেষ্টাকারীদের ধিক্কার জানিয়েছে।

প্রধান শিক্ষক ছুটিতে থাকা অবস্থায় গত ৩১ মে বিধি বহির্ভূতভাবে তাঁর কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয় মহলটি। ছুটি শেষে মঙ্গলবার প্রধান শিক্ষক কর্মস্থলে গিয়ে অবস্থা অবগত হয়ে তাজ্জব বনে যান। প্রায় ২৫ বছর ধরে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন দক্ষতার সঙ্গে। এই বিদ্যালয়ে তিনি যোগদান করেছেন ১৪ মাস আগে। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সততার কারণে কোন স্বার্থের হানি ঘটায় হঠাৎ করে তাঁকে সরিয়ে দেয়ার জন্য অপচেষ্টা শুরু করে বলে স্থানীয় একাধিক সূত্র দাবি করেছে। এই ঘটনায় এখানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে ঢাকায় বসবাসরত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।